ঢাবির জ্যেষ্ঠ অধ্যাপকের বেতন ৩ লাখ ১২ হাজার টাকা করার প্রস্তাব

ঢাবি প্রতিনিধি
২৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৭:৩৪ পিএম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে (ঢাবি) দেশের প্রথম ফ্ল্যাগশিপ ও গবেষণামুখী হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য নতুন বেতন কাঠামো ও ভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাব পেশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন প্রস্তাব কমিটি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা বিষয়ক বিভিন্ন প্রস্তাবনা জাতীয় বেতন কমিশনে পেশ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব প্রস্তাবনার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন কোষাধ্যক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয় পে প্রপোজাল কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, প্রস্তাবিত কাঠামো অনুসারে ২০২৫ সালের নতুন জাতীয় বেতন স্কেলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বেতন বর্তমানের তুলনায় তিন গুণ বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে।

প্রভাষকের প্রারম্ভিক মূল বেতন প্রস্তাব করা হয়েছে ৮৭ হাজার টাকা এবং জ্যেষ্ঠ অধ্যাপকের জন্য ৩ লাখ ১২ হাজার টাকা। এ ছাড়া গবেষণা, প্রকাশনা, আবাসন, চিকিৎসা, যাতায়াত ও একাডেমিক ভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জীবনমান উন্নয়ন, একাডেমিক উৎকর্ষ বৃদ্ধি এবং মেধাপাচার বা ব্রেইন ড্রেইন কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে আরও জানানো হয়, দেশের অর্থনৈতিক ও জ্ঞানভিত্তিক উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বিদ্যমান বেতন কাঠামো ও গবেষণা সহায়তার সীমাবদ্ধতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মানোন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিংয়ের অগ্রগতিতে বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। প্রস্তাবিত কাঠামো বাস্তবায়ন

হলে শিক্ষকগণ মূল্যবান গবেষণা, উদ্ভাবন এবং আন্তর্জাতিক মানের একাডেমিক কাজের প্রতি আরও অনুপ্রাণিত হবেন। এর ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশীয় ও বৈশ্বিক পরিসরে নতুন জ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের গবেষণা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১ হাজার কোটি টাকার রিসার্চ অ্যান্ডাউমেন্ট ফান্ড এবং প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও সহায়তার জন্য আরও ১ হাজার কোটি টাকার অ্যান্ডাউমেন্ট ফান্ড গঠনের প্রস্তাব করা হয়। এসব তহবিলের মাধ্যমে শিক্ষকদের গবেষণা উৎসাহিত করার পাশাপাশি প্রান্তিক ও মেধাবী শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষায় অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পাবে।

কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ফ্ল্যাগশিপ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তুলতে হলে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষক, উন্নত গবেষণা অবকাঠামো এবং প্রতিযোগিতামূলক বেতন কাঠামো অপরিহার্য।’

এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে জাতীয় উন্নয়ন, উদ্ভাবন ও বৈশ্বিক জ্ঞান সৃষ্টিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। পাশাপাশি মেধাবী শিক্ষক ও গবেষকদের বিদেশমুখী প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে বলে সংবাদ সম্মেলনে আশা প্রকাশ করা হয়।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পে প্রপোজাল কমিটির সদস্য উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবদুল করিম, ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. শহিদুল ইসলাম (শহীদুল জাহীদ), শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মনিনুর রশিদ, হিসাব পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. শাফী মো. মোস্তফা এবং ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ।